সমকাল

কওমি মাদ্রাসা : সংস্কার ও স্বীকৃতি কাম্য

মুফতি এনায়েতুল্লাহ

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চলে আসছে। আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকারের দিকনির্দেশনা, আনুকূল্য ও অর্থায়নে পরিচালিত হলেও কওমি মাদ্রাসাগুলো বরাবরই সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকেছে। এমনকি তাদের সনদের সরকারি স্বীকৃতিও নেই। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটসহ নানাবিধ কারণে অবশেষে কওমি আলেমদের শিক্ষাবিদ নেতৃবৃন্দ কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি দাবি করলে শুরু হয় নানা মেরুকরণ। এ আন্দোলনের শুরু থেকেই আলিয়া মাদ্রাসার কিছু নেতার প্রচণ্ড বিরোধিতা, সমালোচনা ও বন্ধু সেজে ভুল বোঝানোর কাজ করতে থাকে সূক্ষ্মভাবে। এরই ধারাবাহিকতায় গত জোট সরকারের আমলে জামায়াতের তীব্র বিরোধিতার কারণে কওমি সনদের স্বীকৃতির প্রশ্নে কওমি আলেমদের সমর্থিত সংসদ সদস্যরা তাদের দাবির পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কওমি সনদের স্বীকৃতির দাবিতে মুক্তাঙ্গনে টানা তিন দিন দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) অবস্থান ধর্মঘটে এসে তারা একাত্মতা ঘোষণা করার কাজটিও করতে পারেনি।

এমতাবস্থায় কওমি মাদ্রাসার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এই সিলেবাসে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সরকারি সনদ প্রদানের রূপরেখা প্রণয়ন করতে গত বছর সরকার ১৭ সদস্যের 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। এই কমিশন চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী কমিশনের পেশকৃত সুপারিশ সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। এমতাবস্থায় সরকারবিরোধী কিছু গণমাধ্যমের উস্কানিমূলক খবরের জের ধরে আলেমদের একাংশ কওমি সনদের বিরোধিতায় মাঠে নেমে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন। যদিও সরকারের দায়িত্বশীল মহল এ বিষয়ে কোনো কথা বলছে না। তবে সনদের বিরোধিতায় চলমান আন্দোলনকে দেশের তরুণ আলেম ও শিক্ষাবিদ আলেমরা ভালো চোখে দেখছেন না। যে মুহূর্তে সরকার সনদের স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে, এমন সময় সনদের বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন অবশ্যই উদ্বেগজনক। আসলে কওমি সনদের স্বীকৃতিকে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ তাদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। সে হিসেবে বলা যায়, অন্য আর দশটা রাজনৈতিক ইস্যুর সঙ্গে কওমি সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি গুলিয়ে ফেলা হবে আত্মহত্যার শামিল। কারণ, ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় যারা এ শিক্ষাকে তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করেননি, তারা এখন কওমি মাদ্রাসার দরদি সেজে কওমি সনদের স্বীকৃতিকে বানচাল করতে

কওমি সনদের স্বীকৃতির দাবিতে তরুণ আলেমদের মানববন্ধন

চাইছেন। তাদের এ চেষ্টার পেছনে অবশ্যই ক্ষমতার স্বার্থ কাজ করছে তা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। তাদের এই কূটচাল থেকে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য দেশের চিন্তাশীল আলেম সমাজসহ সরকারকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।

আমরা দেখেছি, দেশে সাধারণ নির্বাচন সামনে এলে অনেক দলই ইসলাম দরদি সেজে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়। এ অবস্থা দেশে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। পৃথক কওমি কমিশন গঠনের ফলে তরুণ ও প্রাজ্ঞ আলেমরা কমিশনকে সর্বতোভাবে সমর্থন করলেও ওই শ্রেণীর লোকেরা এর বিরোধিতা করা শুরু করে। নিজেরা সরকারের অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় চলে এলেও কওমি আলেমদের এ পথে যেতে নিষেধ করে। তাদের এই বৈপরীত্য জাতিকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, যেসব ওলামা-মাশায়েখ ঐতিহ্যগতভাবে মওদুদী মতাদর্শের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, এখন তারাই হয়ে উঠেছেন জামায়াতের রাজনৈতিক মিত্র ও সহচর। কওমি মাদ্রাসাগুলো যাদের পাত্তদাহের কারণ, কওমি মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে যাদের কোনো কর্মসূচি নেই, কওমি আলেমদের যারা সহ্য করতে পারেন না, ইদানীং দেখা যাচ্ছে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমগুলোতে কওমি সনদের স্বীকৃতির বিরোধিতায় জনমত গঠনে লিপ্ত। আমরা আশা করি, কওমি শিক্ষা ও মূল্যবোধকে এ ধরনের কপট বুদ্ধিজীবীদের খপ্পর থেকে রক্ষা করে আলেম সমাজ নিজেরাই এ শিক্ষাকে মানোন্নীত করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবেন। মনে রাখবেন, এখন মিত্রদের দেখানো এই দরদ কওমি মাদ্রাসাকে ধ্বংস ও আলেমদের শৃঙ্খলিত করার গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, কওমি মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে তারা শুরু থেকেই প্রতারণাপূর্ণ আচরণ করে আসছে। মিথ্যা প্রচারণা ও উস্কানি দিয়ে কওমি আলেমদের বারবার রাজনীতি ও সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়া আদৌ সঙ্গত নয়। এটা ষড়যন্ত্রকারীদের পাশাপাশি আলেমদেরও বুঝতে হবে।

বস্তুত কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির প্রশ্নে, কিছু আলেম রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের অহেতুক উদ্বেগ ও সন্দেহ অবশ্যই ইতিবাচক নয়। কারণ, সুপারিশকৃত সিলেবাসে কওমি মাদ্রাসার ঐতিহ্যকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখাসহ, ভবিষ্যতে সিলেবাস পরিবর্তন ও মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করার কথা বলে শুধু সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে এক শ্রেণীর আলেম ও সুবিধাবাদী মহল জনগণকে ভুল বুঝিয়ে ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে।

বাংলাদেশের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী সরকারি সনদহীনতার কারণে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে- তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা মনে করি, কওমি শিক্ষা কমিশনের প্রদেয় সুপারিশ অনুযায়ী কওমি শিক্ষায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ও সনদের স্বীকৃতি দিয়ে এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও মূল্যবান জনসম্পদে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হোক। যে লক্ষ্যে কওমি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই ব্যাহত হতে দেওয়া যাবে না। কারণ দেশের শান্তিপ্রিয় আলেমরা চায়, জনগণের সম্পৃক্ততা, ইচ্ছা ও আন্তরিকতায় এসব মাদ্রাসা পরিচালিত হোক। কোনো অবস্থাতেই কওমি মাদ্রাসাগুলো কারও ক্ষমতার জোয়াল হিসেবে ব্যবহৃত না হোক। কোনো হীন রাজনৈতিক স্বার্থ, ক্ষমতার লোভ ও কর্তৃত্বের মোহ যেন কওমি মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত না হয়। দেশের তরুণ আলেমদের প্রত্যাশা, এ ব্যাপারে সরকার ও প্রধান বিরোধী দলসহ সব রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন যে যার জায়গায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। গণমাধ্যমগুলোও রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে একীভূত করতে সচেষ্ট হবেন।

muftianaet@gmail.com